R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No:—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ
সার্ভিস সেণ্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৭৮শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৮ সাল
৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯১ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি কণ্ট্রাক্ট রিনিউ না হওয়ায় রেশন বিপর্যয়ের কারণ

বিশেষ সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলার রেশন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। পূজোর সময় থেকেই রেশনে চাল গম চিনির দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায় বহরমপুর রেল ইয়ার্ড থেকে ফুড গোডাউন পর্যন্ত রেকের মাল ট্রান্সপোর্টের যে চুক্তি ছিল তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে চুক্তি না হওয়ায় ট্রান্সপোর্ট কনট্রাক্টর মাল ক্যারি করছেন না। ফলে খাদ্য ভর্তি রেল ওয়াগনগুলি ঘুরে চলে যাওয়ায় এই বিপত্তি। প্রায় ১১ সপ্তাহ রেশনে মাল সরবরাহ বন্ধ। সম্প্রতি কৃষ্ণনগরের ভাতজংলা এফ সি আই গোডাউন থেকে মাল আনার ব্যবস্থা হলেও ট্রান্সপোর্ট কর্মীদের বাধা দানের ফলে নাকি তা কার্য্যকরী করা যায়নি। আরোও জানা যায় জঙ্গিপুর মহকুমায় মালদা থেকে মাল আনার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মালদার চাহিদা মিটিয়ে সেখান থেকে মাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফুড সেক্রেটারীর নির্দ্দেশে গত ২৫ নভেম্বর জেলা শাসকের চেম্বারে এক (শেষ পৃষ্ঠায়)

ব্লক প্রশাসনে নগ্নভাবে সভাপতির হুইপ চলছে

সাগরদীঘি : এই ব্লকের বিডিও বাদলচন্দ্র দাস অন্যত্র বদলি হবার পর থেকেই ব্লক অফিসকে ঢিলেমিতে পেয়ে বসেছে। ব্লকের কিছু দায়িত্বশীল কর্মীর মন্তব্য এই অবস্থার জন্য দায়ী পঞ্চায়েত সভাপতি নিত্যসন্তোষ চৌধুরী। তিনি কিছু কর্মীকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছেন। প্রয়াত পঞ্চায়েত সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্তী বিডিওর প্রশাসনে কোনরূপ নাক গলাতেন না। কিন্তু বর্তমান পঞ্চায়েত সভাপতি নিত্যসন্তোষবাবু সব ব্যাপারেই নিজেকে সর্বেসর্বা প্রমাণ করতে বিডিওর সঙ্গে ক্ষমতার লড়াই-এ নামেন। তার ফলে বাদলবাবুকে দার্জিলিং বদলী হতে হয়। তাঁর জায়গায় বর্দ্ধমান থেকে যাঁর আসার কথা ছিল শোনা যাচ্ছে তিনিও নাকি সভাপতির খবরদারীর সংবাদ পেয়ে সাগরদীঘিতে আসতে গড়িমসি করছেন। ফলে অফিসে প্রশাসন বলতে কিছু নেই। যাঁরা ট্রেনে বা বাসে যাতায়াত করে দৈনিক অফিস করেন তাঁরাও এই সুযোগে ঠিক সময়ে অফিসে আসেন না। তাঁরা বুঝে নিয়েছেন সভাপতিকে খুশি করতে পারলেই সাতখুন মাপ। সভাপতির (শেষ পৃষ্ঠায়)

শ্রমিক অশান্তিতে মালদা-সাহেবগঞ্জ ডবল লাইন ব্যাহত

ফরাক্কা : পূর্ব রেলের মালদা-সাহেবগঞ্জ ভায়া ফরাক্কা ডবল লাইনের কাজ শুরু হয় গত ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফরাক্কা অংশের ৩০% এবং মালদার ২০% অর্থাৎ মাত্র ৫০% কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে নির্দিষ্ট সময় জুন '৯১ এ কাজটি শেষ করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের প্রতিনিধিকে ঐ কাজের ভার-প্রাপ্ত বিলরাইট কনস্ট্রাকসন কোম্পানীর জনৈক প্রতিনিধি বলেন সিটু কর্মী ইউনিয়নের অহেতুক বাধার ফলে ডবল লাইনের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। ফরাক্কা এলাকায় শ্রমিক অশান্তিতে প্রায় সাত মাস কাজ বন্ধ থাকে। তাই এখানকার মানুষ মালদা থেকে কলকাতা ও দিল্লী যাওয়ার দ্রুত ট্রেনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

এন টি পি সি-তে কর্ম্মরত শ্রমিক নিহত

নবারুণ পয়েন্ট : গত ২৭ নভেম্বর রাত্রি প্রায় ৮টা নাগাদ এন টি পি সিতে ভারপ্রাপ্ত ব্রেথ-ওয়েভ কোম্পানীর তিনজন শ্রমিক ৫০০ মেগাওয়াটের ২৫ ফুট উঁচুতে কাজ করার সময় মাটিতে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই প্রশান্ত মণ্ডল নামে জনৈক শ্রমিক (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রতিভা অন্বেষণ প্রকল্পে জঙ্গিপুরের ছেলে

মির্জাপুর : ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় স্পোর্টস অথরিটী অফ ইণ্ডিয়ার পরিচালনায় কলকাতা সল্টলেকে প্রতিভা অন্বেষণে জঙ্গিপুরের ৩ জন ছেলে মনোনীত হয়েছে। এরা হলো মির্জাপুর নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের সোমনাথ দাস জিমন্যাষ্টিকে, জোতকমল নব তরুণ ক্লাবের মিহির দাস এ্যাথলেটিক্স-এ এবং ঐ ক্লাবেরই সঙ্গীতা ঘার জিমন্যাষ্টিকে। উল্লেখ্য মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট মনোনীত হয় ৫ জন।

সেরা কার্ড, সঠিক দাম ;
কার্ডস্ ফেয়ার" তারই নাম ॥
কার্ড ! কার্ড !! কার্ড !!!
শুভ বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, গ্রীটিংস্, ইনভাইটেশন, ভিজিটিং ইত্যাদি সমস্ত প্রকার অত্যাধুনিক ডিজাইনের কার্ডের বিপুল সম্ভারে সজ্জিত হয়ে শহরে সর্বপ্রথম একমাত্র কার্ডের শোরুম হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল—
কার্ডস্ ফেয়ার
(পণ্ডিত প্রেস সংলগ্ন)
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—আর জি জি ১১২
(এখানে জেরক্স ফটোকপিও করা হয়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৯৮ সাল

ভাববার সময় কোথায় ?

আলোচ্য নিবন্ধের শিরোনাম একটি সংবাদের অংশ। একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে 'নাই নাই রে বাকি, সময় আমার'। অবশ্য কবিগুরু যে পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলিয়াছেন, আমরা সেদিকে যাইতেছি না। তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকার ক্ষুদ্রতর সম্পাদকীয়-নিবন্ধ সময়ের অভাব বলিয়া নহে, রাজ্যস্তরে বা কেন্দ্রীয়স্তরে তাবৎ নানাবিধ কর্মজালে সকলে এমনই ব্যস্ততার মধ্যে দিন গুজরাণ করিতেছেন যে, অনেক কিছুর জন্য ব্যবস্থাদি লইবার সময় নাই।

কীভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভোটারকে জয়ী হইতে হইবে, চৌদ্দ বৎসরের জমানা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে এবং রেকর্ড সৃষ্টি করিতে হইবে, উপ-নির্বাচনে জয়ী হইয়া গিনেশ বুক-এ স্থান-লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, 'কালঃ হরতি তদ্রসম্'—তাহাতেই সময়ের অনেকটা চলিয়া যায়।

ইহার উপর রহিয়াছে, বিদেশ ভ্রমণ সরকারী বেসরকারী যে পর্যায়েরই হউক না কেন। সপরিবারে, সকুটুম্বে বিদেশে অবকাশযাপন—মন্দ লোকে অনেক মন্দ কথা শুনাইলেও, ক্যাট ব্যাগ হইতে আউট হইলেও, গুরুত্ব দেওয়ার সময় কোথায়! প্রতিদিনই কোন রাজ্যের কিছু সংখ্যক নরহত্যা হইতেছে, হউক ; কোন রাজ্যে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপে সকলে জেরবার হইতেছে, সরকারের মুখে চুনকালি পড়িতেছে, পড়ুক ; বিদেশী বিশেষজ্ঞকে গুম খুন করা হইতেছে, হউক, প্রতিবেশী রাষ্ট্র হইতে দলে দলে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হাজারে হাজারে এই দেশে আসিয়া পাকা-পোক্ত আস্তানা গাড়িয়া ভোটরঙ্গে সহায়তা প্রদান করিতেছে এবং আপাতমধুর ব্যাপারটি পরিণামে 'বাসভূমি চাই'-এর জিগির তুলিয়া দেশের অংশ খাবলাইবার বুদ্ধি অতি সুকৌশলে অন্তরে পোষণ করিতেছে, করুক। তাহাতে কিবা আসে যায়? মেরা জমানা বহাল রহে। উত্তরসূরীরা ভাবিবে।

তাই বলা হইতেছে কার্যকর পন্থা ভাবিবার সময় কোথায়? কী কেন্দ্রীয় স্তরে কী রাজ্যস্তরে শাসনকার্য চালাইতে গেলে অত ভাবিলে চলিবে না।

আবার জমানার হাত শক্ত হইলে ত

একটু ভাবুন কমরেড

"আত্ম সমালোচনা করুন কমরেড।" আজ্ঞে না, আধুনিক তরুণ কমরেডরা উত্তেজিত হবেন না। প্রতিবেদক আপনাদের কোন রকম উপদেশ দেবার চেষ্টা করছে না। কারণ সে ভাল ভাবেই জানে তার ঘাড়ের উপর একটির বেশী মাথা নেই, যেটি হারানোর মত দুঃসাহসিক ইচ্ছে এই নিরীহ কলম চালিয়ের এক বিন্দুও নেই। তাই উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা নয়, শুধু স্মৃতির ভাড়ার ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার চেষ্টা মাত্র। আজকের নয়া জমানার কমরেডদের জানার কথা নয় : কথা নয় সে সব দুঃখের দিনের ফেলে আসা ইতিহাসের মলিন পাতাগুলির করুণ কাহিনী। কিন্তু প্রয়োজন আছে সে দিনের দুঃখের স্মৃতি চারণে, সুখের অনুভূতির উষ্ণতা উপভোগ করার মাধ্যমে প্রকৃত কম্যুনিষ্ট সুলভ আচরণকে আরও উন্নত করার ঐকান্তিক ইচ্ছায়। গভীর অতীত নয়, সত্তর দশকের অন্ধকারময় কালো দিনগুলিতে একদিকে শক্তির দম্ভে উন্মত্ত কংগ্রেসীদের অত্যাচারে জর্জরিত, অপর দিকে নকশালপন্থী নামে খ্যাত উগ্রপন্থী-দের খতম অভিযানে দিশেহারা নেতা ও কর্মী-দের পিছু হটার পালা। পিছু হটতে হটতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রমের লগ্নে মার খাওয়া নির্জাতিত, রক্তাক্ত বিভ্রান্ত কর্মীদের গোপন মিটিঙে জেলায় জেলায় গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে আত্মসমালোচনার কথা বলতেন ভারতবর্ষের সাচ্চা কমিউনিষ্টদের অন্যতম ঋষিতুল্য কমিউনিষ্ট নেতা প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্ত। তিনি আরও বলতেন "শুধু আত্মসমালোচনা নয়, হাজারো প্রতি-কূলতার মধ্যেও জনগণের সাথে এক অ ত্মা

আরও সুবিধা। রাজ্যের প্রচুর অর্থাভাব। কিন্তু কোনও জেলা পরিষদের গৃহসজ্জায় নাকি দশ লক্ষ টাকা খরচ যদি হয় (খবরে প্রকাশ), হউক ; অষ্টআশি সালে ভেজাল তেল খাইয়া যে হতভাগ্যেরা কিছু আধিক প্রলেপ পাইতেছিলেন, বিগত দুই মাসের টাকা না পাইলেন তো কী? শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবসর গ্রহণের পর ছয়-সাত-আট বৎসর কাটিয়া গেলেও এবং পেনশন-ব্যবস্থার হিমাঙ্কপর্যায় না কাটিল ত কী? কাজোরিয়া-বাজোরিয়াদের সহায় হইয়া স্বল্প-মূল্যে ভূমিদান করিয়া ধনীদের বিলাসক্ষেত্র করা যদি হয়, তাহাতে কী? সর্বত্রই ত শাসক-পক্ষের জগৎশেঠের প্রয়োজন হয়।

সুতরাং বৃহত্তর লক্ষ্যপূরণে ও মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনে দেশের তাবৎ মন্ত্রী-আমলাদের পক্ষে সকলের কথা ভাবিবার সময় কোথায়?

হয়ে বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে পার্টির মতাদর্শকে বেশী করে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যান কমরেড। সৎ, বিনয়ী ও ধৈর্যশীল না হলে প্রকৃত কমিউনিষ্ট হওয়া যায় না। সন্ত্রাস চিরকাল থাকে না।" সে দিনের সেই আধা ফ্যাসিবাদী কায়দার সন্ত্রাসের দিন-গুলিতে দাঁতে দাঁত টিপে আর খাওয়া, না খাওয়া ঘর ছাড়া, পাড়া ছাড়া কমরেডরা ব্যক্তি আদর্শ ও পার্টির মতাদর্শের লড়াই চালিয়ে ছিলেন দিনের পর দিন। দেওয়ালে দেওয়ালে দামী কাগজের ছাপানো পোষ্টার নয়, পুরোনো খবরের কাগজে হাতে লেখা পোষ্টারে তখন লেখা থাকতো—"আমরা আক্রান্ত আমরা রক্তাক্ত, তবু আমরা জন-গণের পাশে আছি জনগণের পাশেই থাকবো।" সেদিনের জনগণের সাথে থাকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ, আদর্শের জন্য সর্বত্যাগী, রিক্ত জীর্ণ ময়লা ছেড়া পাজামা ও পাঞ্জাবির কমরেড.দের বুকে তুলে নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনসাধারণ। দীর্ঘ বিরহের পর মাতার কোলে ফিরেছিল সন্তান ; স্ত্রী পেয়েছিল তার প্রিয়তমকে। সন্ত্রাস চিরকাল থাকেনি। সমস্ত রাজনৈতিক জ্যোতিষীদের ভবিষ্যৎবাণী নস্যাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সেদিন কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করেছিল। কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার দম্ভে পেশী শক্তির মদমত্তে আচ্ছন্ন কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা গণদেবতাকে অবজ্ঞা করার ঔদ্ধত্যে মেতে ওঠার স্পর্দ্ধা প্রদর্শনে ব্রতী হয়েছিল। ব্যক্তি-গত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মোহময় জীবনের দিকে হাত বাড়িয়েছিল কংগ্রেস। ফলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দূরত্ব বাড়তে থাকলো, হয়ে উঠলো পুলিশ নির্ভর—অত্যাচারের প্রতীক। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য তথা রাজনৈতিক পরীক্ষাগারে প্রমাণিত যখন কোন শাসকদল জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে তখন পুলিশের উপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে, সাথে সাথে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কথা, প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ হতে শুরু করে পুলিশের লাঠি গুলি বেয়নেটের ধাক্কায়। প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দলের কর্মীরা নেমে পড়ে রাস্তায় আর সন্ত্রাস তার নিজের কায়দায় নিজের রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে। অবশ্য ইতিহাস এ কথাও বলে যে সন্ত্রাস শেষ কথা নয়, শেষ কথা নয় রাজনৈতিক শক্তিতে শক্তিমান পার্টি কর্মীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ; শেষ কথা বলে জনসাধারণ। তাই কমরেড কোন মোহময় আচ্ছন্নে অন্ধ হয়ে নয় সুস্থ চেতনার কষ্টিপাথরে বিনয়ী, নম্র মানুষের উপকারে নিবেদিত সত্যিকারের কমিউনিষ্ট সুলভ আচরণ পরীক্ষা করুন। (৩য় পৃষ্ঠায়)

কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ পাঁচ দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৯ নভেম্বর স্থানীয় পুলিশ মিঞাপুরের এক দুর্ধর্ষ দুষ্কৃতি সুশান্ত মাঝিকে (শশান) গ্রেপ্তার করে। খবর শশান জনৈক ব্যক্তিকে মারার জন্য উদ্যত হলে গণপ্রহারে সে নিজেই আহত হয়। পুলিশ হেপাজতে শশানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার কাছ থেকে মুঙ্গেরের তৈরী একটি স্বয়ংক্রিয় পিস্তল ও চার রাউণ্ড গুলি পাওয়া যায়। সেদিনই ওসি দুলাল চক্রবর্তীর তৎপরতায় গান্ধীনের জয়হিন্দ মাঝিকে গ্রেপ্তার করে তার কাছ থেকে দুটি পিস্তল ও সাত রাউণ্ড রাইফেলের গুলি উদ্ধার করা হয়। আরো জানা যায় ঐ দিন রাতে নতুন জয়রামপুরের বুদধু সেখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকেও একটি দেশী পিস্তল ও ছয় রাউণ্ড গুলি উদ্ধার হয়। উল্লেখ্য এই বুদধু কিছুদিন আগে ভোরে জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যাণ্ডে বাস ধরতে যাবার সময় কৃষ্ণনগরের জনৈক গেঞ্জি ব্যবসায়ীকে ছোড়া মেরে তাঁর সব কিছু লুটপাট করে। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক পরে মারা যান। মহম্মদপুরের কুখ্যাত দুর্বৃত্ত শুকুল সেখ ও কিসমত সেখকেও ঐ একই দিনে গ্রেপ্তার করা হয়। দশমীর রাতে জঙ্গিপুর ঘাটে পার হবার সময় লালগোলার এক মারোয়ারী পরিবারের সমস্ত কিছু ছিনতাই হয়ে যায়। ঐ সব লুণ্ঠিত সুটকেশ ও প্রচুর দামী শাড়ী পুলিশ এদের ডেরা থেকে উদ্ধার করে।

একটু ভাবুন কমরেড

(২য় পাতার পর)

কারণ মনে রাখবেন; কমিউনিজম শুধু মাত্র একটি নীতি নয়, একটি পবিত্র আচরণ, একটি পবিত্র দর্শন। যা আদর্শগতভাবে লালিত পালিত হয় রাজনৈতিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত, ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের উর্দ্ধে ধৈর্য্যশীল একদল কর্মীর বুকে। যে কর্মীর নাম ক্যাডার।

—মিস মার্গারেট হেন্স

কেন্দ্রীয় শিল্পনীতির প্রতিবাদে ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বামদলগুলির ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা কেন্দ্রীয় শিল্পনীতির প্রতিবাদে শিল্প ধর্মঘট কার্যতঃ পশ্চিমবাংলায় বনধ হিসাবে পালিত হলো। জঙ্গিপুর মহকুমায় ফরাক্কা, ধুলিয়ান, রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুর ও সাগরদীঘিতে শান্তিপূর্ণভাবে বনধ পালিত হয়। অধিকাংশ দোকানপাট, স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর এমন কি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। টেলিফোন বন্ধ থাকায় জনসাধারণের দুর্গতি চরমে ওঠে। আগেকার বনধগুলিতে অন্ততঃ পক্ষে টেলিফোন সচল থাকতো। বিগত কয়েকটি বনধ থেকে দেখা যাচ্ছে সবেতন ছুটি ভোগ করতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের কর্মীরাও বনধে যোগ দিচ্ছেন। রাজ্য সরকারের অফিস ও ষ্টেট বাসগুলি বন্ধ রেখে কর্মীরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামদলের আনুগত্য দেখিয়েছেন মাত্র। ইচ্ছা অনিচ্ছায় প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। আমাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন সেখানে সব কিছু বন্ধ ছিল এবং দুটি ট্রেনকে সকালেই আটকিয়ে রাখা হয়। একটি সক্রিয় মিছিল পরিচালনা করেন সি পি এমের এম এল এ পরেশ দাস।

বাড়ী বিক্রয়

সুতী থানার অন্তর্গত অরাঙ্গবাদ বাজারে ইছলিপাড়া মৌজায় ১০০৫ নম্বর দাগের উপর পাকা দোতলা বাড়ী ও তৎসংলগ্ন ভিটি জায়গা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা হইবে। গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

শ্রীসুধীরকুমার নাথ
১৬০/১, বনবিহারী সেন রোড
পোঃ বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং ২০৫২৭

বি জে পি থেকে বহিষ্কার

রঘুনাথগঞ্জ : বি জে পি সূত্রে জানা যায় স্থানীয় নগর মণ্ডলের বিজেপির অন্যতম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র পালকে দলবিরোধী কার্য্যকলাপ ও অর্থনৈতিক দুর্নীতিগ্রস্ততার জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

হারাইয়াছে

গত ইং ৩০-১১-৯১ তাং বহরমপুর যাবার পথে বাসে আমার কিছু দলিল এবং মামলা সংক্রান্ত মূল্যবান নথিপত্র খোয়া গিয়াছে। উক্ত নথিপত্র যদি জনৈক ব্যক্তি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ফেরৎ দিলে বাধিত হইব।

শ্রীতারাশঙ্কর কর্মকার
C/o নিউ কর্মকার ব্রাদার্স
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

মার্বেক

একটি ভিন্ন স্বাদের রেস্তোরাঁ

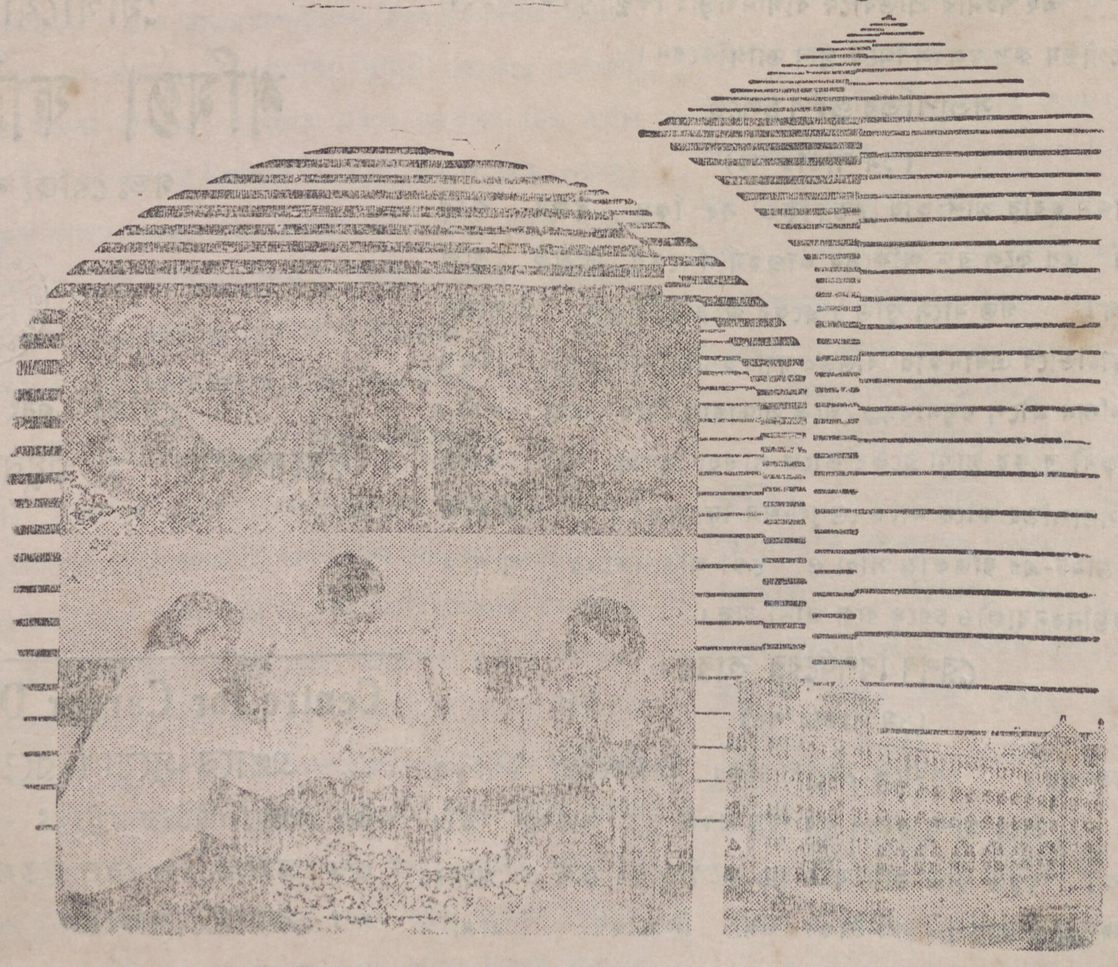

হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন রেল যাত্রী নিবাসে যাত্রিক একটি ভিন্নস্বাদের রেস্তোরাঁ — যেখানে পাবেন মনের মত সুস্বাদু আহার। যেমনটি আপনার পছন্দ—ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ বা ডিনার। নিরামিষ আমিষ যাত্রিক শুধুমাত্র রেলযাত্রীদের জন্যই নয়— আপনাদের সবার জন্য।

যাত্রিকের গুণগত বৈশিষ্ট্য আপনাকে আকৃষ্ট করবেই।

adunique1290

পূর্ব রেলওয়ে
কলকাতার জনজীবনের সাথী

থানায় দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজারের সর্বময় কর্ত্তাকে কিডন্যাপের অভিযোগ জানালেন তাঁর স্ত্রী

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৭ নভেম্বর দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজারের সর্বময় কর্তা দিলীপ ঘোষকে কেন্দ্র করে শহর সরগরম হয়ে ওঠে। শহরের জনৈক কনট্রাক্টর দীপক জৈন তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে জঙ্গিপুরে দিলসনস্ অফিসে চড়াও হয়ে তাঁর প্রাপ্য টাকা ফেরত দিতে চাপ দেন। পরে দীপক জৈন তাঁর পাওনা প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা পরিশোধের ব্যাপারে লেখাপড়ার জন্য দিলীপ ঘোষকে ফুলতলার নিরালা হোটেলে নিয়ে আসেন। এদিকে দিলীপবাবুর স্ত্রী জনৈক উকিল এবং দিলসনসের কর্মী বাদাম মিঞার পরামর্শে তাঁর স্বামীকে কিডন্যাপ করে নিরালা হোটেলে রাখা হয়েছে বলে থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশ নিরালা হোটেল থেকে তাঁর স্বামীকে থানায় নিয়ে আসে। কিন্তু দিলীপ ঘোষ পুলিশকে জানান তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়নি, তিনি স্বেচ্ছায় হোটেলে এসেছেন। হোটেল রেজিষ্টারে তাঁর সই এর সত্যতা প্রমাণ করে। এখানেই এই ঘটনার সমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে হীরালাল সিংহ নামে জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী প্রাইভেট কার না দেওয়ার অভিযোগ তুলে হীরালাল দিলীপ ঃ কাছ থেকে তাঁর জমা দেওয়া টাকা ফেরৎ চান। কোম্পানীর তরফে চুক্তির কোন শর্ত খেলাপ করা হয়নি এই দাবীতে দিলীপ ঘোষ টাকা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হীরালাল জঙ্গিপুর পুরসভার তরুণ কমিশনার গৌতম রুদ্রের সাহায্য চাইলে শ্রীরুদ্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে নিরালা হোটেলে গেলে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়, পরে দিলীপকে তাঁরা রাস্তায় নিয়ে এসে মারধোর করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে বাগানবাড়ীর কিছু যুবক রুখে দাঁড়ালে গৌতম রুদ্র দলবল নিয়ে স্থান ত্যাগ করেন।

সভাপতির হুইপ চলছে

(১ম পাতার পর)

বিরাগভাজন হবার আশংকায় হেডক্লার্কও সব কিছু হজম করে যাচ্ছেন। এর ফলে ব্লক অফিসের কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে বলে অভিযোগ। গত মাসে সুতি ১ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সুশোভন দাস অস্থায়ীভাবে এখানকার বিডিওর দায়িত্বভার নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দৈনন্দিন জীপে রঘুনাথগঞ্জ থেকে যাতায়াত নিয়ে কথা ওঠে। একদল কর্মী ব্লকের গাড়ী ব্লকের কাজে পাওয়া যাচ্ছে না কারণ দেখিয়ে সভাপতির কাছে নাকি ডেপুটেশন দিয়েছেন। অন্যদিকে ওয়ান ইউনিট-এর রতিকান্ত সাহা ও কো-অর্ডিনেশনের অশোক সাহার ইউনিয়নবাজীও চরমে বলে জানা যায়।

রেশন বিপর্যয়ের কারণ

(১ম পাতার পর)

জরুরী সভা হয়। সেখানে মহকুমাগুলির প্রশাসকেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আশা করেন খুব শীঘ্র একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় ফুড কর্পোরেশন চাল ও গমের জন্য খাদ্যদপ্তরকে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা জমা দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের ষ্টকে চাল থাকলেও গম নাকি একেবারেই নেই। জেলা খাদ্য দপ্তর ১৭৩০ মেট্রিক টন চালের জায়গায় মাত্র ৫১০ মেট্রিক টন পেয়েছেন এবং ৩১৫০ মেট্রিক টন গমের স্থলে কোন গমই পাননি। চিনিও প্রায় ১২০০ মেট্রিক টনের মত পাওনা আছে। উল্লেখ্য এক সি আই টাকা জমা নিয়ে ডিষ্ট্রিবিউটারদের সরাসরি চিনি দেন। রেক ঘুরে যাওয়ায় তা আর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

কর্মরত শ্রমিক নিহত

(১ম পাতার পর)

নিহত হন, অপর দু'জনকে এন টি পি সির হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন সিটু শ্রমিক ইউনিয়ন শ্রমিকদের নিরাপত্তার দাবীতে কর্মবিরতি পালন করে। এন টি পি সির জেনারেল ম্যানেজার সিটুর কর্মকর্তাদের সাথে মিলিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দেবার ব্যবস্থা করবেন বলে আশ্বাস দিলে কর্মবিরতি তুলে নেওয়া হয়।

বিশেষ সুযোগ

বাজার অপেক্ষা কম দামে

আসল কাশ্মীরী শাল

১০% রিবেটে পাওয়া যাইবে।

আসুন

সংগ্রহ করুন

মহাবীর বস্ত্রালয়

ফুলতলা ★ রঘুনাথগঞ্জ

ফোন নং : আর জি জি ১০৭

সুবিধাজনক ও সহজ কিস্তিতে সাইকেল, টিভি, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদি দেওয়া হয়।

যোগাযোগ কেন্দ্র :

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস

দরবেশপাড়া : রঘুনাথগঞ্জ : মুর্শিদাবাদ

এ. মুখার্জী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

Centre for Career Development Courses

এখানে সুযোগ রয়েছে :—

১। কম্পিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ

৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং

৪। কমার্স শিক্ষার।

নতুন বছরের ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন :

এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী

পাকুড়তলা

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।